বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২৩-২৪

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

প্রকাশনায়
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর
বিএফডিসি ভবন
২৩-২৪ কারওয়ান বাজার, ঢাকা।
www.flid.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন

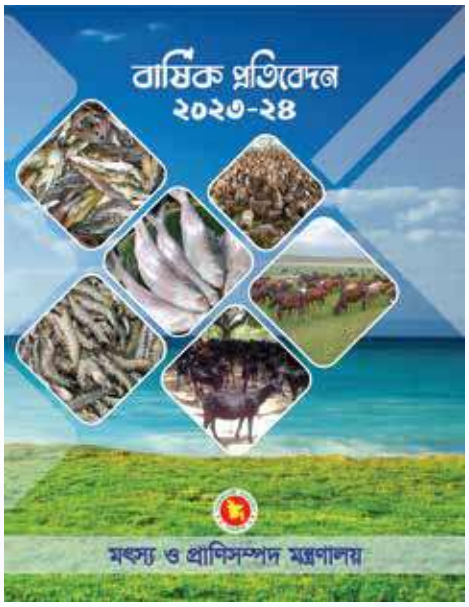

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২৩-২০২৪
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

প্রকাশকাল
অক্টোবর, ২০২৪

প্রচ্ছদ ভাবনা
ডা. সঞ্জীব সূত্রধর
(উপসচিব)
উপপরিচালক
ডা. মো. এনামুল কবীর
তথ্য কর্মকর্তা (প্রাণিসম্পদ)
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর

মুদ্রণে
তিশা এন্টারপ্রাইজ
৩২ নারিন্দা, ঢাকা-১১০০
মোবা: ০১৮১৯-২৯৯৪৩০

প্রকাশনায়
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর
বিএফডিসি ভবন
২৩-২৪, কারওয়ান বাজার, ঢাকা
www.flid.gov.bd

মিজ্ ফরিদা আখতার
উপদেষ্টা
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

দেশের আপামর জনসাধারণের জন্য নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ সহজলভ্য ও নিশ্চিতকরণ, দারিদ্র্য দূরীকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, সুস্থ, উদ্যমী ও মেধাবী নতুন প্রজন্ম গড়ে তুলতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখাতের টেকসই উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন সকল দপ্তর-সংস্থা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর-সংস্থার জনবান্ধব উন্নয়নমূলক কার্যক্রম তুলে ধরতে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হচ্ছে; যা অত্যন্ত কার্যকরী ও সময়োপযোগী উদ্যোগ বলে আমি মনে করি।

মৎস্য খাতে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ ও উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর সফল বাস্তবায়ন এবং মৎস্য অধিদপ্তর ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর/সংস্থার অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলে দেশ আজ মাছ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। ২০২২-'২৩ অর্থবছরে মৎস্য উৎপাদন হয়েছে ৪৯.১৫ লাখ মে. টন। শুধু মৎস্যসম্পদ উৎপাদনই নয়, কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতেও মৎস্য খাত অবদান রাখছে। বর্তমানে মৎস্য সেক্টরে ১৪ লক্ষ নারীসহ প্রায় ১ কোটি ৯৫ লক্ষ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জীবিকা নির্বাহ করছে। শুধু তাই নয়, দেশের জিডিপিতেও মৎস্য খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। উল্লেখ্য, ২০২২-'২৩ অর্থবছরে জিডিপিতে মৎস্য খাতের অবদান ২.৫৩%, কৃষিজ জিডিপিতে মৎস্য খাতের অবদান ২২.২৬% এবং জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার ২.৮১%। তাছাড়া ২০২২-'২৩ অর্থবছরে চলতি বাজারমূল্যে মৎস্য খাতে জিডিপির আকার ১০,৭৬,৬৭২ কোটি টাকা (তথ্যসূত্র: মৎস্য অধিদপ্তর)। অন্যদিকে ২০২২-'২৩ অর্থবছরে জাতীয় মাছ ইলিশের উৎপাদন হয়েছে ৫ দশমিক ৭১ লাখ টন; যা একক প্রজাতি হিসেবে মোট মৎস্য উৎপাদনের প্রায় ১২%। এছাড়া বিশ্বে ইলিশ উৎপাদনকারী ১১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ প্রথম। জিডিপিতে ইলিশের অবদান শতকরা ১% এর বেশি। বর্তমানে দেশের চাহিদা মিটিয়ে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য পৃথিবীর ৫২টি'র অধিক দেশে রপ্তানি করছে। মৎস্য খাত আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও নানা রেকর্ড অর্জন করেছে। সম্প্রতি জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) দ্য স্টেট অব ওয়ার্ল্ড ফিশারিজ অ্যান্ড অ্যাকোয়াকালচার-২০২৪ এর প্রতিবেদন অনুযায়ী মিঠা পানির মাছ আহরণে বাংলাদেশ চীনকে টপকে বিশ্বে ২য় অবস্থানে উঠে এসেছে। তাছাড়া দেশের অর্জিত ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটার সামুদ্রিক এলাকায় সুনীল অর্থনীতির বিকাশ সাধন ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

অন্যদিকে কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, আত্মকর্মসংস্থান সৃজন, দারিদ্র্য বিমোচনসহ প্রাণিজ আমিষের চাহিদাপূরণ, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা এবং সর্বোপরি দেশের আপামর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ডিম ও মাংস উৎপাদনে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে এবং দুধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের খুব কাছাকাছি। বিশেষ করে ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে মাংস উৎপাদিত হয়েছে মোট ৯২.২৫ লাখ মে. টন এবং মাংসের প্রাপ্যতা বেড়ে ১৪৩.৭৭ গ্রাম/দিন/জন এ উন্নীত হয়েছে। ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে ডিম উৎপাদিত হয়েছে মোট ২৩৭৪.৯৭ কোটি এবং ডিমের প্রাপ্যতা বেড়ে ১৩৫.০৯ টি/জন/বছর এ উন্নীত হয়েছে। তাছাড়া ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে জিডিপিতে স্থিরমূল্যে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ১.৮০%, প্রবৃদ্ধির হার ৩.১৫% ও চলতি মূল্যে জিডিপি'র আকার ৮২,০১৪ কোটি টাকা। কৃষিজ জিডিপি'তে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ১৬.৩৩% (বিবিএস, ২০২৩-'২৪)। জনসংখ্যার প্রায় ২০% প্রত্যক্ষ এবং ৫০% পরোক্ষভাবে প্রাণিসম্পদ খাতের ওপর নির্ভরশীল। এছাড়া রমজান মাস উপলক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে নিম্ন আয়ের মানুষের নিরাপদ প্রাণিজ আমিষের চাহিদাপূরণ ও দ্রব্যমূল্য সহনীয় রাখার লক্ষ্যে ঢাকা মহানগরীর ২০টি স্থানে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ভ্রাম্যমাণ বিক্রয় কেন্দ্রর মাধ্যমে প্রতি লিটার দুধ ৮০ টাকা, প্রতি কেজি গরুর মাংস ৬০০ টাকা, খাসির মাংস ৯০০ টাকা, ড্রেসড ব্রয়লার ২৫০ টাকা এবং ডিম প্রতিটি প্রায় ৮.৩৩ টাকা মূল্যে বিক্রি করা হয়েছে। এতে মোট ৫,৯১,৯৭১ জন ভোক্তা সাকুল্যে ২২.৩৩ কোটি টাকার প্রাণিজ পণ্য সুলভ মূল্যে ক্রয় করতে পেরেছেন। তাছাড়া বিগত কয়েক বছর ধরে কোরবানির জন্য গবাদিপশু আমদানির কোন প্রয়োজন হয়নি। এবার ঈদুল-আজহা/২০২৪ উদ্‌যাপনে প্রস্তুতির অংশ হিসেবে দেশে কোরবানি যোগ্য গবাদিপশু প্রস্তুত ছিল ১.২৯ কোটি এবং কোরবানি হয়েছে ১.০৪ কোটি। ২০২৪ সালে কোরবানির পশুর বাজারে ৬৯১৪১.১২ কোটি টাকা লেনদেন হয়েছে; যার সিংহভাগ গ্রামীণ অর্থনীতিতে সংযুক্ত হয়েছে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদন (২০২৩-'২৪) প্রকাশিত হলে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি গবেষক, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, খামারি-চাষিসহ সর্বস্তরের জনসাধারণ উপকৃত হবেন। প্রতিবেদনটি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের টেকসই উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

(মিজ্ ফরিদা আখতার)

সাঈদ মাহমুদ বেলাল হায়দর
সচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশের অর্থনীতি হচ্ছে কৃষি নির্ভর। দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে কৃষিজ জিডিপিতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের লক্ষ্য বাস্তবায়নে উন্নয়ন কার্যক্রম তুলে ধরার নিমিত্ত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসনীয় এবং সময়োপযোগী। যেকোন দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে সুস্থ-সবল ও মেধাসম্পন্ন জাতিসত্তা গঠন। সুস্থ-সবল ও মেধা সম্পন্ন জাতিসত্তা গঠনের মূল উপাদান হচ্ছে সুষম মাত্রায় প্রাণিজ প্রোটিন গ্রহণ। নিরাপদ প্রাণিজ প্রোটিন সরবরাহে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান প্রশংসনীয়। ২০২২-'২৩ অর্থবছরে মোট মৎস্য উৎপাদন হয়েছে ৪৯.১৫ লক্ষ মে. টন এবং মাথাপিছু দৈনিক মাছ গ্রহণের পরিমাণ ৬৭.৮০ গ্রাম। জিডিপিতে মৎস্য খাতের অবদান ২.৫৩% এবং কৃষিজ জিডিপিতে অবদান ২২.২৬%। মৎস্য খাতে বিশ্বে ইলিশ আহরণে বাংলাদেশ ১ম এবং দেশের জিডিপিতে ইলিশের অবদান ১% এর বেশি; যা মোট উৎপাদিত মাছের প্রায় ১২%। ইলিশ উৎপাদনে বাংলাদেশ রোল মডেল এবং পৃথিবীর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশের অধিক ইলিশ উৎপাদনকারী বাংলাদেশ ইলিশের দেশ হিসেবে খ্যাত।

অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছ আহরণে বাংলাদেশ ২য় (SOFIA ২০২৪), তেলাপিয়া উৎপাদনে ৪র্থ, বদ্ধ জলাশয়ে চাষকৃত মাছ উৎপাদনে ৫ম এবং সামুদ্রিক ও উপকূলীয় ক্রাস্টাসিয়া আহরণে ৮ম অবস্থানে রয়েছে। দেশের ১৪ লক্ষ নারীসহ প্রায় ২ কোটি অর্থাৎ ১২ শতাংশ লোক মৎস্য সেক্টরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জীবিকা নির্বাহ করে। ২০২২-'২৩ অর্থ বছরে চিংড়ি উৎপাদন হয়েছে মোট ২.৭১ লক্ষ মে. টন। ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র, জাপানসহ বিশ্বের ৫২টি দেশে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে মৎস্য সেক্টর। ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে মোট রপ্তানি হয় ৭৭৪০৭.৯৪ মে. টন; যার বাজার মূল্য ৪৪৯৬ কোটি টাকা।

প্রাণিজ প্রোটিনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হচ্ছে প্রাণিসম্পদ ভিত্তিক-হাঁস, মুরগি, গরু, ছাগল, মহিষ, ভেড়া এবং কবুতরসহ নানাজাতীয় পাখি, দুধ, ডিম, পনির, ছানা ও সুস্বাদু মিষ্টান্ন দ্রব্য। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে বিকাশমান কম্পিউটার যুগেও আমিষের অবদানকে অস্বীকার করার সাধ্য কারোর নেই। মেধা বিকাশ, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জন, বেকার সমস্যার সমাধান, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য দূরীকরণ, নারীর ক্ষমতায়ন, গ্রামীণ অর্থনীতি সচল রাখা, রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণ, দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও উন্নয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান অনস্বীকার্য। এ অবদানের অন্যতম অংশীদার হলো মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। ডিম ও মাংস উৎপাদনে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। বাংলাদেশ দুধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের খুব কাছাকাছি। গত ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে জিডিপিতে স্থির মূল্যে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ১.৮০%, প্রবৃদ্ধির হার ৩.১৫% এবং চলতিমূল্যে জিডিপির আকার ৮২,০১৪ কোটি টাকা। মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় উপদেষ্টা মিজ্ ফরিদা আখতার এ মন্ত্রণালয়ের অধীন অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহে নিয়োজিত কর্মচারীদের নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালনে সার্বক্ষণিক উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছেন। এরই ধারাবাহিকতায়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উন্নয়নে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উন্নয়নে সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলার জন্য বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আমি আশা করি, এ প্রতিবেদন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে এবং দেশের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে।

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(সাঈদ মাহমুদ বেলাল হায়দর)

কর্মসূচির আওতায় ২৫ কেজি হারে মোট ১৩,৮৭২ মে.টন খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। টেকসই ইলিশ উৎপাদনে ইলিশের ৬টি অভায়াশ্রম ব্যবস্থাপনা জন্য Sanctuary guard নিয়োগ করা হয়েছে।

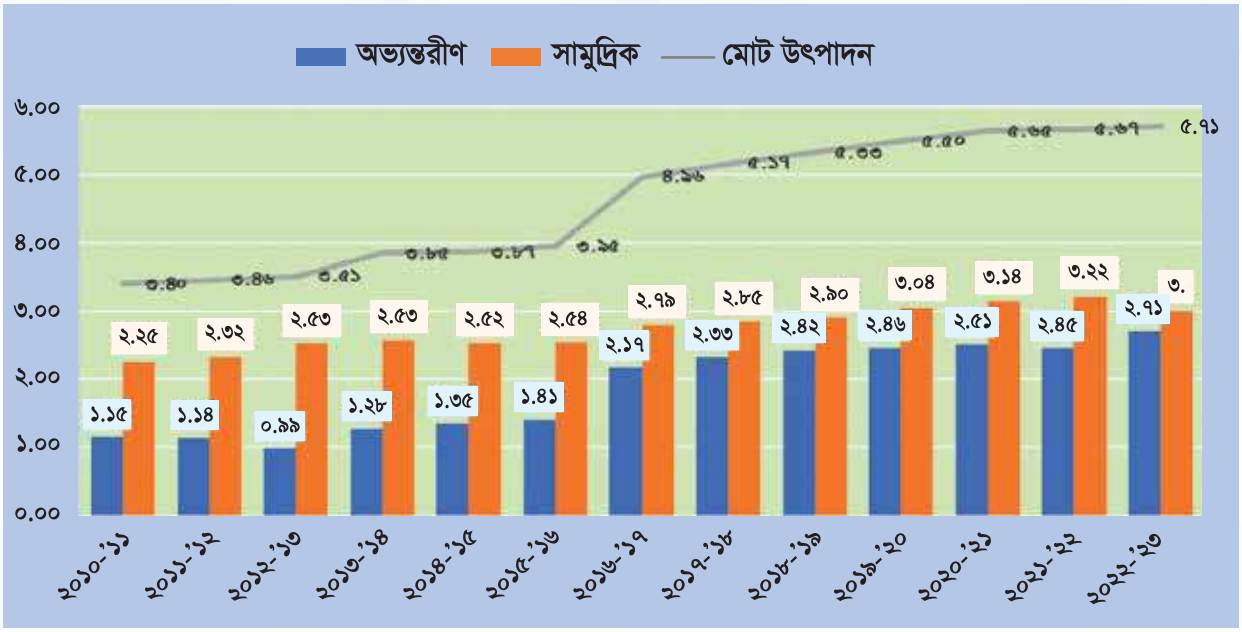

চিত্র : গত ১৩ বছরে উৎসভিত্তিক ইলিশ উৎপাদনের ক্রমধারা (লক্ষ মে.টন)

রাজস্ব কার্যক্রমের পাশাপাশি ইলিশ সম্পদ উন্নয়নে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রায় ২৭৬ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জাটকা আহরণ নিষিদ্ধ ও মা ইলিশ সংরক্ষণ সময়ে জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য বিষয়ভিত্তিক কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানসহ আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৩১,৭০০ জেলেকে উপকরণ সহায়তা প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় জুন, ২০২৪ পর্যন্ত ১৬,৮৯৫ জন ইলিশ আহরণকারী জেলেকে বিকল্প কর্মসংস্থানের উপকরণ হিসেবে গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগি, ভ্যানগাড়ি ইত্যাদি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ৯,১১৪ জন জেলেকে দলগতভাবে ২,৯৭৪টি ইলিশ জাল প্রদান করা হয়েছে।

চিত্র: ইলিশ জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের নিমিত্ত বকনা গরু, বৈধ সুতার ইলিশ জাল বিতরণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান

৭.৫ মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন ও জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ

বিপন্নপ্রায় মৎস্য প্রজাতির সংরক্ষণ, প্রজনন ও বংশ বৃদ্ধির জন্য মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন একটি অন্যতম কারিগরি কৌশল। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন নদ-নদী ও অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে স্থাপিত ৫০০টি অভয়াশ্রম সুফলভোগীদের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে। তন্মধ্যে অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে বিদ্যমান অভয়াশ্রমের সংখ্যা ৪৯৪টি, যার আয়তন ১৪৩০.৬৯ হেক্টর (৫৪৭.৬১ হে. হালদা নদী অভয়াশ্রমসহ) এবং ইলিশ অভয়াশ্রম ৬টি যার দৈর্ঘ্য ৪৩২ কিমি। ২০২৩-'২৪ আর্থিক সালে রাজস্ব খাতের আওতায় ১৩৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩৯৩টি মৎস্য অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা ও মেরামত করা হয়েছে। এছাড়া মৌলভীবাজার জেলাধীন ৩টি উপজেলায় (কুলাউড়া, বড়লেখা, জুড়ী) ২৩.৬০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৮টি স্থায়ী অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে। ফলে অভয়াশ্রম সংলগ্ন নদী, খাল, বিলে স্থানীয় প্রজাতির মাছের প্রাচুর্য দেখা গিয়েছে। দেশের বিভিন্ন জলাশয়ে অভয়াশ্রম স্থাপনের ফলে বিভিন্ন বিলুপ্ত, দুর্লভ ও বিপন্ন প্রজাতির মাছ যেমন: দেশি সরপুঁটি, ভাগনা, জাত পুঁটি, তিত পুঁটি, গাং গুতুম, চ্যাগা, কাকিলা, ভাঙ্গন বাটা, চান্দা, ফলি, চেলি, পোয়া, গুচি, খোগসা, গুতুম, খলিসা, চাপিলা, বারিয়া, চোপড়া, বাইম, বাতাসী, কাঁচকি, রীটা, রানী, ভেদা, টাটকিনি, পিয়েলি ইত্যাদি মাছের পুনরাবির্ভাব ও প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই সাথে অভয়াশ্রমসমূহে দেশীয় প্রজাতির বিভিন্ন মাছ যেমন: আইড়, বোয়াল, চিতল, পাবদা, কৈ, শিং, মাগুরসহ বিভিন্ন দেশীয় ছোট মাছের প্রাচুর্য বেড়েছে।

চিত্র: রাজস্ব ও উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত অভয়াশ্রম এবং এর ফলে দেশীয় মাছের প্রাচুর্য

৭.৬ পোনা মাছ অবমুক্ত কার্যক্রম

উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রাচুর্য সমৃদ্ধকরণ এবং প্রজাতি-বৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক উন্মুক্ত জলাশয়ে পোনা অবমুক্তি কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০২২-'২৩ অর্থবছরে রাজস্ব খাতে এ কার্যক্রমের আওতায় দেশব্যাপী ২১৫.৪৩ মে. টন পোনা অবমুক্তির ফলে ৯৭৮৭.৯৩ মে. টন মাছ অতিরিক্ত উৎপাদিত হয়েছে। ২০২৩-'২৪ অর্থবছরের রাজস্ব ও উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় দেশব্যাপী ২৮১.০৭ মে. টন (রাজস্ব ১৯৮.৭২ মে. টন, উন্নয়ন প্রকল্প ৮২.৩৫ মে. টন) পোনা অবমুক্ত করা হয়েছে। উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছের পোনা অবমুক্তকরণের পাশাপাশি মাছের আবাসস্থল উন্নয়নেও মৎস্য অধিদপ্তর বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট কারণে পুকুর-ডোবা, খাল-বিল, বরোপিট, হাওর-বাঁওড় ও নদী-নালায় পলি জমে ভরাট হয়ে মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ও অবাধ বিচরণের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। এ সকল জলাশয় সংস্কার, পুনঃখনন ও খননের মাধ্যমে দেশীয় মাছের আবাসস্থল পুনরুদ্ধারের পাশাপাশি জলাশয়ের পরিবেশ ও প্রতিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে অবক্ষয়িত জলাশয় পুনঃখনন করে সংস্কার ও উন্নয়ন করা হয়েছে। এছাড়া ২০২৩-২৪ আর্থিক সালে ৩টি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ১৬.৭৩ লক্ষ ঘন মিটার মাটি খনন করে জলাশয় পুনঃখনন ও সংস্কার করা হয়েছে। এ সকল জলাশয় উন্নয়নের ফলে বার্ষিক গড়ে প্রায় ৩,০০০ মে.টন অতিরিক্ত মাছ

উৎপাদিত হচ্ছে বলে প্রাথমিক তথ্যে জানা যায়। খননকৃত জলাশয়ে দরিদ্র সুফলভোগীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে সংশ্লিষ্ট সুফলভোগীদের আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্যোগ হাতে নেয়া হয়েছে।

চিত্র: মাছের পোনা অবমুক্তকরণ কার্যক্রম

৭.৭ বিল নার্সারি কার্যক্রম

প্রাকৃতিক জলাশয়ে আহরণযোগ্য মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে বিল নার্সারি স্থাপন একটি অন্যতম ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি। দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী, মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবীদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সর্বোপরি উন্মুক্ত জলাশয়ের মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে নির্বাচিত জলাশয়ে বিল নার্সারি স্থাপন করা হচ্ছে। ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে রাজস্ব খাতের আওতায় ৩২০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৮০০টি এবং উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ৮৭.৪২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৭৩টি বিল নার্সারি স্থাপন করা হয়েছে।

চিত্র: স্থাপিত বিল নার্সারি এবং বিল নার্সারির পোনা নমুনায়ন

৭.৮ প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজননক্ষেত্র হালদা নদী উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা

হালদা নদী বাংলাদেশে কার্প জাতীয় মাছের একমাত্র প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র এবং বিশুদ্ধ প্রাকৃতিক জীন ব্যাংক। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মাছ চাষের জন্য হালদা থেকে সংগৃহীত রেণুপোনা সরবরাহ করা হয়। প্রাকৃতিক পোনার উৎসস্থল হালদা নদীকে রক্ষায় সরকার নানামুখী উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। ২০১০ সালে হালদা নদীর উজানে ফটিকছড়ি অংশের নাজিরহাট ব্রিজ থেকে নদীর ভাটির অংশে হালদা-কর্ণফুলীর সংযোগস্থলসহ কালুরঘাট ব্রিজ পর্যন্ত প্রায় ৪০ কিমি মাছের অভয়াশ্রম ঘোষণা করা হয়েছে। অভয়াশ্রমে সবধরনের মাছ ধরা নিষিদ্ধকরণ, নদীর তীরবর্তী স্থানে হ্যাচারি স্থাপন, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান, বনায়ন ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। হালদা তীরবর্তী অঞ্চলে ৬টি আধুনিক মৎস্য হ্যাচারি মৎস্য অধিদপ্তরের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হয়েছ। ডিম আহরণকারীরা এসব হ্যাচারি থেকে উন্নত পদ্ধতিতে ডিম পরিস্ফুটন করে অক্সিজেন সহযোগে

দেশের বিভিন্ন স্থানে রেণু সরবরাহ করে থাকে। প্রাকৃতিক আবাসস্থল সংকুচিত হয়ে যাওয়া, পানি দূষণ এবং অন্যান্য কারণে গত দশকে হালদা নদীর রেণু উৎপাদন অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। এ প্রেক্ষিতে এশিয়ার অন্যতম প্রাকৃতিক জীন ব্যাংক রক্ষার্থে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক 'হালদা নদীর প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজননক্ষেত্র উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা (২য় পর্যায়)' শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে হালদা নদীর প্রজননক্ষেত্র পুনরুদ্ধার হলে হালদার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণসহ ইন্ডিয়ান মেজর কার্পের গুণগত মানসম্পন্ন পোনা উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। ফলে সার্বিকভাবে আবাসস্থল সুরক্ষাসহ নিরাপদ মাছের উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি পাওয়ায় অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর আমিষ ও পুষ্টি চাহিদা পূরণের পাশাপাশি আর্থসামাজিক উন্নয়ন সাধন সম্ভব হবে। প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজননক্ষেত্র হালদা নদী থেকে ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে ১৬৮০.৫০ কেজি ডিম আহরিত হয়েছে যা থেকে উৎপাদিত রেণুর পরিমাণ ৪৬ কেজি।

চিত্র: হালদা নদীতে মাছের ডিম আহরণ এবং আহরণকৃত ডিমের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় হালদা পাড়স্থ হ্যাচারীর কার্যক্রম

৭.৯ ব্লু-ইকোনমি এবং সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা

সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও আহরণে কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজি এর সাথে সমন্বয় করে ২০১৮-২০৩০ সাল পর্যন্ত স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা (Plan of Action) প্রণয়নপূর্বক তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমায় মৎস্যসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও সুনীল অর্থনীতির বিকাশ সাধনে সামুদ্রিক মৎস্য আইন ২০২০, সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ নীতিমালা ২০২২ এবং সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা ২০২৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা ২০২৩-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা ও আহরণ সংক্রান্ত কারিগরি নির্দেশমালা ২০২৩; অবৈধ, অনুল্লিখিত ও অনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিমুক্ত সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ সনদ (IUU Free Catch Certificate) জারি সংক্রান্ত নির্দেশমালা (Guidelines) ২০২৩, আর্টিস্যানাল নৌযান ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০৩২, আর্টিস্যানাল নৌযান দ্বারা টেকসই মৎস্য আহরণ নির্দেশিকা ২০২৪ প্রণয়ন করা হয়েছে।

এছাড়াও সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান: পার্ট ১-ইন্ডাস্ট্রিয়াল, পার্ট ২-আর্টিস্যানাল ও পার্ট ৩-এমসিএস প্রণয়ন করা হয়েছে। মৎস্য

গবেষণা ও জরিপ জাহাজ 'আর ভি মীন সন্ধানী' কর্তৃক বঙ্গোপসাগরে এ পর্যন্ত ৪৪টি সার্ভে ক্রুজ পরিচালনা করে জৈবিক বিশ্লেষণের নিমিত্ত ডাটা সংরক্ষণ করা হয়েছে। উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রকল্প শীর্ষক একটি মেগা প্রকল্প মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় Monitoring, Control, Surveillance (MCS) ব্যবস্থা জোরদারকরণে সামুদ্রিক ৫টি বাণিজ্যিক মৎস্য ট্রলারে Vessel Monitoring System এবং ৪০ হর্সপাওয়ার এর অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন নিবন্ধিত ও লাইসেন্সপ্রাপ্ত ১৫০০টি মেকানাইজড মৎস্য নৌযানে Automatic Identification System (AIS) সংযোজন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

Monitoring, Control, Surveillance (MCS) ব্যবস্থা জোরদারকরণে চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে Joint Monitoring Center (JMC) এবং এটি পরিচালনার জন্য সমন্বয় কমিটি গঠনসহ সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে। বাণিজ্যিক ও ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নে অধিকতর কার্যকর পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারী পদ্ধতির বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রকল্পের আওতায় ৫টি মেরিন ফিশারিজ সার্ভেলেন্স চেকপোস্ট নির্মাণ এবং ৬টি প্যাট্রোলিং ভেসেল ও হাইস্পিড বোট সংযোজনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ল্যান্ড বেইজড জরিপের জন্য উক্ত প্রকল্পের আওতায় ২১২টি Landing Centre নির্বাচন করা হয়েছে এবং মৎস্য নৌযান, জাল ও সরঞ্জামের তথ্য সংগ্রহের জন্য অনলাইন ডাটা সংগ্রহের পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ ধারাবাহিকতায় ১৪টি উপকূলীয় জেলার নির্বাচিত ৬০টি অবতরণ কেন্দ্র থেকে তথ্য সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে। সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের সহব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে প্রকল্পের আওতায় ৪৫০টি মৎস্যজীবী গ্রাম প্রতিষ্ঠা করে জেলেদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সামুদ্রিক জলজসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের নিমিত্ত সুনীল অর্থনীতি সমৃদ্ধকরণে প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে মেরিকালচার এবং সামুদ্রিক মৎস্যের ভ্যালু চেইন উন্নয়ন এবং ভ্যালু এডেড প্রোডাক্ট তৈরিতে প্রকল্প হতে অনুদান প্রদান করা হচ্ছে।

চিত্র: চাষকৃত সী-উইড এবং সী-উইড হতে উৎপাদিত ভ্যালু এডেড পণ্য

চিত্র: ম্যাচিং গ্রান্টের আওতায় ভেটকি মাছের প্রজনন ও চাষ

সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের টেকসই ব্যবহার এবং ব্যবস্থাপনাসহ সামগ্রিক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং ভবিষ্যৎ নীতি নির্ধারণে তৈরি করা হচ্ছে Marine Spatial Planning যা সামুদ্রিক সেক্টরের জন্য একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে। অবৈধ, অনুল্লিখিত ও অনিয়ন্ত্রিত Fishing রোধে National Plan of Action (NPOA) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। IUU মৎস্য আহরণ প্রতিরোধে বাংলাদেশ ২০ ডিসেম্বর ২০১৯ সালে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) Agreement on Port State Measures (PSMA) 2009 চুক্তিতে সদস্য (Part) হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বাংলাদেশের সামুদ্রিক অর্থনৈতিক এলাকায় মাছের সুষ্ঠু প্রজনন এবং সামুদ্রিক মাছের প্রজনন ও সংরক্ষণের জন্য প্রতি বছর ২০ মে হতে ২৩ জুলাই পর্যন্ত (মোট ৬৫ দিন) বাংলাদেশের অর্থনৈতিক জলসীমায় সকল ধরনের মাছ আহরণ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে নিষিদ্ধকালীন মোট ৬৫ দিনের জন্য ১৪টি জেলার ৬৮টি উপজেলায় ৩,১১,০৬২টি জেলে পরিবারকে মাসে ৪০ কেজি হারে মোট ২৬,৭৫১.৩৩ মে. টন ভিজিএফ (চাল) বিতরণ করা হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৪.৫.১ এ মোট সামুদ্রিক এলাকার ১০% সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে ঘোষণার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। ইতোমধ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গভীর সমুদ্রে ৬৯৮ বর্গ কিমি মেরিন রিজার্ভ এরিয়া, নিঝুমদ্বীপ সংলগ্ন ৩১৮৮ বর্গ কিমি এলাকা এবং নাফ নদীর মোহনার ৭৩৪.১৭ বর্গ কিমি. এলাকাকে সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে।

উল্লিখিত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের ফলে ২০২২-'২৩ অর্থবছরে সামুদ্রিক মাছের উৎপাদন হয়েছে ৬.৭৯ লক্ষ মে. টন যা ২০১০-'১১ অর্থবছরে মোট উৎপাদনের (৫.৪৬ লক্ষ মে. টন) চেয়ে ২৪.৩৫ শতাংশ বেশি। এছাড়া 'গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণে পাইলট প্রকল্প' শীর্ষক একটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় টুনা আহরণের নিমিত্ত দুটি সামুদ্রিক ভেসেল ক্রয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে যা সুনীল অর্থনীতিতে নতুন মাত্রা সংযোজনের পাশাপাশি দেশের খাদ্য নিরাপত্তায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে। এছাড়াও সী-উইড চাষকে জনপ্রিয় করার জন্য ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে উপকূলীয় ৭টি জেলার ১৪টি উপজেলায় রাজস্ব খাত থেকে সী-উইড এর ২০টি প্রদর্শনী এবং 'ফিশারিজ লাইভলিহুড এনহেন্সমেন্ট প্রজেক্ট ইন দ্যা কোস্টাল এরিয়া অব দ্যা বে অব বেঙ্গল' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে কক্সবাজার জেলার ৫টি উপজেলায় ৫২টি প্রদর্শনী বাস্তবায়িত হয়েছে।

চিত্র: উখিয়া উপজেলায় প্রকল্পের সুফলভোগী কর্তৃক উৎপাদিত সী-উইড এবং উৎপাদিত সী-উইড পরিদর্শন করছেন জাইকা এডভাইজরি টিম

৭.১০ নিরাপদ মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য উৎপাদন এবং রপ্তানি

মৎস্য ও মৎস্যপণ্য বাংলাদেশের রপ্তানির অন্যতম প্রধান খাত। নিরাপদ ও মানসম্পন্ন মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের উৎপাদন এবং মান নিশ্চিত করা মৎস্য অধিদপ্তরের অন্যতম ম্যান্ডেট। এ লক্ষ্যে দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারসহ আন্তর্জাতিক বাজারে স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ মৎস্য ও মৎস্যপণ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় তিনটি

আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন অ্যাক্রিডেটেড মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি পরিচালিত হচ্ছে। দেশে চিংড়ি উৎপাদনের সকল স্তরে উত্তম মৎস্যচাষ অনুশীলন (Good Aquaculture Practice- GAP) এবং Hazard Analysis & Critical Control Point (HACCP) ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি কার্যকর করা হয়েছে। নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন ২০১০, মৎস্যখাদ্য বিধিমালা ২০১০ এবং মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য উৎপাদন এবং বিপণন ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা, ২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে নিরাপদ মাছ উৎপাদন নিশ্চিতকরণ সহজতর হচ্ছে। Fish and Fish Products (Inspection and Quality Control) Ordinance, 1983' রহিতক্রমে উহার বিধানাবলী বিবেচনাক্রমে সময়ের চাহিদার প্রতিফলনে 'মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) আইন ২০২০' শিরোনামে একটি নতুন আইন প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বাংলাদেশের মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য বিশ্বের ৫০টি দেশে রপ্তানি হয়ে থাকে। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে চিংড়ি হতে উৎপাদিত হিমায়িত, রেডি টু কুক এবং রেড টু ইট (Ready to eat) মৎস্যজাত পণ্য জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

চিত্র: মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য (Chilled, ready to cook and Ready to eat)

আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নিরাপদ ও মানসম্মত চিংড়ি উৎপাদন নিশ্চিতকরণে স্ট্যান্ডার্ড অপারেশন প্রসিডিউর (SOP) ম্যানুয়াল প্রণয়ন করা হয়েছে। মৎস্যচাষ পর্যায়ে ঔষধের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য 'অ্যাকুয়াকালচার মেডিসিনাল প্রোডাক্টস নিয়ন্ত্রণ নির্দেশিকা' প্রণয়ন করা হয়েছে এবং মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। মৎস্য হ্যাচারি হতে শুরু করে মাছ চাষ ও প্রক্রিয়াকরণে জড়িত সকল স্থাপনায় কার্যকরভাবে পরিদর্শনের নিমিত্ত Fish and Fishery Products Official Control Protocol অনুসরণ করা হচ্ছে। মাছের আহরণোত্তর সাপ্লাই চেইন স্থাপনা (আড়ত, ডিপো, বরফ কল), প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা ইত্যাদির লাইসেন্স প্রদান/নবায়ন নিয়মিত পরিদর্শন করা হচ্ছে।

রপ্তানিতব্য কনসাইনমেন্টের নমুনা পরীক্ষণ করে স্বাস্থ্যকরত্ব সনদ জারি করে রপ্তানি বাণিজ্যে মৎস্য ও চিংড়ির গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করা হচ্ছে। মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক নিরাপদ মৎস্য ও মৎস্যপণ্য উৎপাদন নিশ্চিতকরণার্থে উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে নিষিদ্ধ এন্টিবায়োটিকসহ ক্ষতিকর রাসায়নিকের রেসিডিউ দূষণ মনিটরিং এর জন্য ২০০৮ সাল হতে প্রতি বছর ন্যশনাল রেসিডিউ কন্ট্রোল প্ল্যান (National Residue Control Plan-NRCP) প্রণয়ন করা হয় এবং সে অনুযায়ী মাছ ও চিংড়ির নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষণ করা হয়ে থাকে। সম্প্রতি EU DG Sante Audit মিশন ০৪-১৫ ডিসেম্বর, ২০২৩ Official Control Fisheries Products of Bangladesh অডিট মিশন পরিচালনা করেন; মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে মৎস্য অধিদপ্তর সফলভাবে উক্ত মিশন সম্পন্ন করেছে এবং উক্ত মিশন উৎপাদন হতে প্রক্রিয়াকরণ পর্যন্ত মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত সকল কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। বাংলাদেশি চিংড়ির ব্রান্ডিং ইমেজ প্রতিষ্ঠা করতে মৎস্য অধিদপ্তর ও বিভিন্ন মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা বিভিন্ন দেশে আয়োজিত Trade Fair/Sea Food Expo গুলোতে বাংলাদেশে তৈরী মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য প্রদর্শন করে থাকে। এ কারণে মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ দপ্তর সর্বোচ্চ ১০ কেজি ওজনের বাণিজ্যিক নমুনা

বিদেশে পাঠানোর জন্য সহায়তা করে থাকে। উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশ কর্তৃক রপ্তানিকৃত চিংড়ির ব্রান্ডিং ইমেজ প্রতিষ্ঠা করা গেলে উচ্চ মূল্য (premium price) প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে এবং চিংড়ির রপ্তানি বাজার আরো সম্প্রসারিত হবে বলে আশা করা যায়।

চিত্র: EU DG Sante Audit মিশন কর্তৃক মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি পরিদর্শন ও ল্যাবের কার্যক্রম

উল্লিখিত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের ফলে বিশ্ববাজারে আর্থিক মন্দাবস্থা থাকা সত্ত্বেও ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে ৭৭,৪০৭.৯৪ মে. টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে ৪,৪৯৬.৩৮ কোটি টাকা অর্জিত হয়েছে।

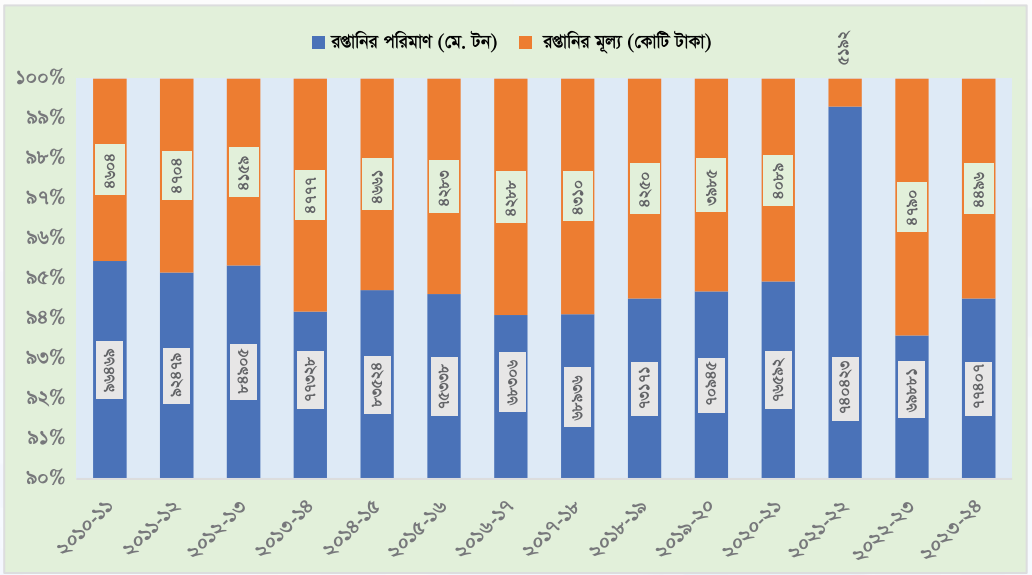

চিত্র: গত ১৩ বছরে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি ও আয়

৭.১১ জলবায়ু পরিবর্তনে মৎস্য অধিদপ্তরের অভিযোজন কৌশল

মৎস্যখাতে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় মৎস্য অধিদপ্তর পরিবর্তিত জলবায়ু পরিস্থিতির সাথে অভিযোজন করে মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ ও মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তারই অংশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকার এবং বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে 'ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচার এন্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প' বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের আওতায় জলবায়ু সহিষ্ণু মাছচাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, উন্মুক্ত জলাশয়ে মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কৌশল বাস্তবায়ন, প্রকল্প এলাকার জনগোষ্ঠীর অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ বাজার ব্যবস্থা উন্নয়নে বিবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের আওতায় জলবায়ু সহিষ্ণু মাছচাষ প্রযুক্তি প্রদর্শনী, অভয়াশ্রম ও বিল নার্সারি স্থাপন, প্রশিক্ষণ প্রদান এবং উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে।

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকায় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নেও অবদান রাখবে। এছাড়াও মৎস্য অধিদপ্তর এবং এফএও (Food and Agriculture Organazation) কর্তৃক দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের ৫টি উপজেলা ও হাওর অঞ্চলের ৪টি উপজেলায় 'কমিউনিটি বেইজড ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ফিশারিজ অ্যান্ড অ্যাকুয়াকালচার ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ২০২০ সালের ডিসেম্বর হতে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পভুক্ত এলাকায় ২৫০০ জন সুফলভোগীকে সম্পৃক্ত করে ১০০টি সমাজভিত্তিক সংগঠন (সিবিও) গঠন করা হয়েছে। গঠিত ১০০টি সিবিও দলের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় জলবায়ু সহনশীল মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। প্রকল্প ৫৮৮০ জন সুফলভোগীকে জলবায়ু সহনশীল মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক এবং ২৫০০ জন সিবিও সদস্যকে নেতৃত্ব-বিকাশ ও মৎস্যচাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

প্রকল্পের আরও উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে ২৭টি মৎস্যচাষি স্কুল গঠন ও পরিচালনা, ৪টি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রণয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা চাহিদা নিরূপণ, দুর্যোগ হ্রাস ব্যবস্থাপনায় পরিকল্পনা প্রণয়ন, মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনায় আগাম সতর্কবার্তার পাইলটিং কার্যক্রম পরিচালনা, কাঁকড়া হ্যাচারি ও গলদা হ্যাচারি পরিচালনায় সহায়তা প্রদান করা।

চিত্র: জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজনের নিমিত্ত কাঁকড়া ফ্যাটেনিং এবং প্রাকৃতিক সীড হতে ভেটকী চাষ পাইলটিং

৭.১২ মৎস্যখাতে নারীর অংশগ্রহণ

মৎস্য সেক্টরের প্রকল্পসমূহের কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে মোট সুফলভোগীর ২৫-৩০ শতাংশ নারী সদস্যের অংশগ্রহণের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়ে থাকে।

চিত্র: মৎস্য খাতে নারীর অংশগ্রহণ

২০২৩-'২৪ অর্থবছরে ৮ হাজার ৫ শত জন নারী সদস্যকে মাছ চাষ এবং বিভিন্ন আয়বর্ধক ও বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ প্রদান করা হয়েছে। সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রজেক্টের আওতায় উপকূলীয় এলাকার গত ২০২৩-'২৪ সালে মৎস্য অধিদপ্তরের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ ছিল ২৯.৬০ শতাংশ। চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে ৮০ শতাংশ নারী শ্রমিক রয়েছে। ৪৫০টি মৎস্যজীবী গ্রামের ৫২ হাজার পরিবারের নারী সদস্যদের নিয়ে উন্নয়নে ঘূর্নায়মান তহবিল প্রদানের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন এবং জেলে পরিবারের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উপকূলীয় এলাকার ৪৩০৭ জন নারীকে স্বাবলম্বী ঋণ প্রদান করা হয়েছে। এসকল ঋণ প্রদানে নারীর ক্ষমতায়ন এবং জেলে পরিবারের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৭.১৩ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় উন্নয়ন কার্যক্রম

মৎস্যসম্পদের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্ত সরকার প্রতিবছর বিনিয়োগ বৃদ্ধি অব্যাহত রেখেছে। ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন হার ছিল ৯১.৫৯ শতাংশ। ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে ১২টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এছাড়াও ০৭টি প্রকল্প সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্ত অনগ্রসর এলাকার মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবী জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছ।

৮. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন

সরকারের কর্মকাণ্ডে দক্ষতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, গতিশীলতা আনয়ন, সবার মানোন্নয়ন এবং প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৪-'১৫ অর্থবছর হতে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) প্রবর্তন করা হয়। গত ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে ৪টি কৌশলগত উদ্দেশ্যের আওতায় ৩০টি কর্মসম্পাদন সূচকের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর এবং সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর মধ্যে জুন, ২০২৩-এ এপিএ স্বাক্ষরিত হয়েছে। উক্ত চুক্তিতে টেকসই সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মৎস্যসম্পদের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি কৌশলের আওতায় ৮টি কার্যক্রম ও ৯টি সূচক; স্থায়িত্বশীল মৎস্যচাষ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা কৌশলের আওতায় ৬টি কার্যক্রম ও ৯টি সূচক; দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি কৌশলের আওতায় ৬টি কার্যক্রম ও ৭টি সূচক এবং মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ কৌশলের আওতায় ৪টি কার্যক্রম ও ৫টি সূচক নির্ধারণ করা হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরের অধীন মাঠপর্যায়ে কর্মরত সকলের সম্মিলিত প্রয়াস ও মন্ত্রণালয়ের নিবিড় তত্ত্বাবধানে সকল সূচকের বিপরীতে শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে আটটি দপ্তর/সংস্থার মধ্যে ২০২০-'২১, ২০২১-'২২ এবং ২০২২-'২৩ অর্থবছরে এপিএ বাস্তবায়নে মৎস্য অধিদপ্তর ১ম স্থান অর্জন করেছে।

৯. টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়ন

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) বাস্তবায়নে মৎস্য অধিদপ্তর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিবিড় তত্ত্বাবধানে মৎস্য অধিদপ্তর Life Below water সংক্রান্ত ১৪ নং অভীষ্টের (টেকসই উন্নয়নের জন্য সাগর, মহাসাগর ও সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার) ০৬টি লক্ষ্যমাত্রায় (১৪.২.১, ১৪.৪.১, ১৪.৫.১, ১৪.৬.১, ১৪.৭.১ ও ১৪.বি.১) লিড হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। এসডিজি'র ১৪.৪.১ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে মৎস্য অধিদপ্তরের Sustainable Coastal and Marine Fisheries Project কর্তৃক প্রণীত 'Bangladesh Marine Fish Stock Assessment Summary Report 2023' মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত রিপোর্ট অনুযায়ী মজুদ নিরূপিত সামুদ্রিক মৎস্য প্রজাতির ৮৮.৮৮% জৈবিকভাবে টেকসই পর্যায়ে রয়েছে। এসডিজি ১৪.৫.১ এ মোট সামুদ্রিক এলাকার ১০% সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে ঘোষণার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ঘোষিত সর্বমোট সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা ৮১০১.১৭ বর্গ কিমি যা মোট সামুদ্রিক এলাকার (১,১৮,৮১৩ বর্গ কিমি) ৬.৮২%।

এছাড়াও মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিঝুমদ্বীপ সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকার ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা অনুমোদিত হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তর Life Below water সংক্রান্ত ১৪নং অভীষ্টের সকল লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে Marine Spatial Plan (MSP) প্রণয়ন, সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের মজুদ নির্ণয়, সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা, Monitoring Control and Surveillance System বাস্তবায়ন এবং জেলেদের জীবনমান উন্নয়নে ইতোমধ্যে নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

১০. মানব সম্পদ উন্নয়ন

একটি সংস্থাকে জনমুখী, সময়ের চাহিদার প্রতি সংবেদনশীল, অধিকতর সক্ষম ও কার্যকর করার জন্য মানবসম্পদ উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব ও দক্ষতার সাথে উন্নত সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য মৎস্য অধিদপ্তর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পরিচালনা করছে। মৎস্য সেক্টরে নিয়োজিত সকল উন্নয়ন কর্মীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। গত ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে রাজস্ব খাতের আওতায় ৫১,৪৬০ জন সুফলভোগী এবং মৎস্য অধিদপ্তরের ৩৯০০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারিকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া মৎস্য অধিদপ্তরাধীন প্রকল্পের আওতায় ৫৮,৫৪৫ জন সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে যার মধ্যে ১১,৫৯২ জন নারী রয়েছে।

চিত্র: মানব সম্পদ উন্নয়নে আয়োজিত প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা

১১. ডিজিটালাইজেশন এবং ইনোভেশন বিনির্মাণ

মৎস্য অধিদপ্তরের ডিজিটাইজেশন কার্যক্রমের আওতায় ই-রিক্রুটমেন্ট, জেলেদের ডাটাবেইজ প্রস্তুত ও ডিজিটাল আইডি কার্ড প্রদান, ই-নথি ও ই-প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা, ই-প্রকিউরমেন্ট/ই-জিপি, ডিজিটাল কন্টেন্ট ও ই-বুক প্রস্তুত এবং ওয়েবসাইটে লিংক সংযোজন, অটোমেটেড হাজিরা সিস্টেম চালু করা হয়েছে। সময়, অর্থ ও যাতায়াতকে সাশ্রয় করে সেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া, প্রযুক্তি হস্তান্তর ও সুষ্ঠু অফিস ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। সেবা সহজিকরণের জন্য মৎস্য অধিদপ্তর ইতোমধ্যে তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। মৎস্য পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে অনাপত্তি পত্র প্রদান, ফিশ ফিড লাইসেন্সিং সিস্টেম, ফিশ এডভাইজ সিস্টেমকে ই-সেবায় রূপান্তর করা হয়েছে। ফিশ এডভাইস, মৎস্য চাষি বার্তা, ড. ফিশ, মৎস্য চাষি স্কুল ও শ্রিম্প ফার্মিং বিডি মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে পরামর্শ সেবা প্রদান করা হয়। এছাড়া মৎস্যজীবী ডাটাবেইজ আধুনিকায়ন, মৎস্যচাষি ডাটাবেইজ এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে আইডি কার্ড প্রস্তুত, সামুদ্রিক মৎস্য নৌযান এবং মাছ ধরার ডাটাবেইজ সফটওয়্যার, ই-ট্রেসেবিলিটি সফটওয়্যার, ক্যাচ ইফোর্ট মনিটরিং সফটওয়্যার নির্মাণ করা হয়েছে। বার্ষিক উদ্ভাবন

কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ইনোভেশন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরে প্রতিষ্ঠিত কল সেন্টারের মাধ্যমে অফিস সময়ে সেবা প্রদান করা হচ্ছে, যার হটলাইন নম্বর ১৬১২৬। মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন ডিজিটাইজেশন ও উদ্ভাবন কার্যক্রম এর মাধ্যমে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে মৎস্য সেক্টরকে সামিল করার নিমিত্ত চিংড়ি খামারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পানি পরীক্ষা এবং পরামর্শ প্রদান, ড্রোনের মাধ্যমে খাদ্য প্রদান এবং রিসাইক্লিং পদ্ধতিতে মাছ ও চিংড়ির পোনা উৎপাদন পাইলটিং, কুইক উইন ইনিশিয়েটিভ এর মাধ্যমে ২২টি মৎস্য খামারে আইওটি বেইজড স্মার্ট ফিস ফার্মিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং হাকালুকি হাওরে মৎস্য অভয়াশ্রম কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

১২. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার বিবরণ

মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের নিমিত্ত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী নিয়মিত নৈতিকতা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ শতভাগ অর্জিত হয়েছে। অধিদপ্তরের সকল কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হচ্ছে এবং জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরের ২০২৩-'২৪ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রায় শতভাগ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

১৩. অভিযোগ/ অসন্তুষ্টি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা

মৎস্য অধিদপ্তরের সদর দপ্তরসহ বিভাগ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের অফিসসমূহে সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে। অভিযোগ বাক্সে প্রাপ্ত অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তি করার বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। অভিযোগ নিষ্পত্তি করার জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং প্রাপ্ত অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তি করার বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনার আলোকে প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির পাশাপাশি নিয়মিতভাবে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করা হচ্ছে।

১৪. উপসংহার

মৎস্য অধিদপ্তর সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ ধারাবাহিকতায় মৎস্যচাষ নিবিড়করণে মৎস্য খামার যান্ত্রিকীকরণ, সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে মৎস্য সাপ্লাই চেইন উন্নয়ন ও ভ্যালু এডেড প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট, গভীর সমুদ্রে টুনাসহ পেলাজিক মাছ আহরণ, সীউইড, কাঁকড়াসহ বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন কোস্টাল প্রজাতির চাষ সম্প্রসারন, মেরিকালচার ও কোস্টাল অ্যাকুয়াকালচার সম্প্রসারণে সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ, উন্মুক্ত জলাশয়ের সমন্বিত সহ-ব্যবস্থাপনা এবং সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনাসহ চলমান বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে জলজ পরিবেশের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে মৎস্য অধিদপ্তর নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণের আমিষের চাহিদা পূরণ ও দারিদ্র্য হ্রাসসহ বৃদ্ধি পাবে মৎস্যখাতে রপ্তানি আয়, সৃষ্টি হবে কর্মসংস্থান এবং সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
www.dls.gov.bd

১. ভূমিকা

কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র বিমোচনসহ প্রাণিজ আমিষের চাহিদাপূরণ, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা এবং সর্বোপরি দেশের আপামর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ডিম ও মাংস উৎপাদনে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে এবং দুধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের খুব কাছাকাছি। ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে জিডিপিতে স্থিরমূল্যে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ১.৮০%, প্রবৃদ্ধির হার ৩.১৫% ও চলতি মূল্যে জিডিপি'র আকার ৮২,০১৪ কোটি টাকা। কৃষিজ জিডিপি'তে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ১৬.৩৩% (বিবিএস, ২০২৩-'২৪)। জনসংখ্যার প্রায় ২০% প্রত্যক্ষ এবং ৫০% পরোক্ষভাবে প্রাণিসম্পদ খাতের ওপর নির্ভরশীল। দেশের ক্রমবর্ধমান প্রাণিজ আমিষের চাহিদাপূরণের লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর গবাদিপশু এবং হাঁস-মুরগির রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ এবং টেকসই জাত উন্নয়নের মাধ্যমে দুধ, মাংস ও ডিম উৎপাদনে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সর্বোপরি, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর পর্যাপ্ত বিনিয়োগ, দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনশক্তি নিয়োগ, সক্ষমতা বৃদ্ধি, ভ্যালু চেইন ব্যবস্থার উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত সহয়তা বৃদ্ধি, পিপিপি এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্বের মাধ্যমে উন্নত দেশে রূপান্তরের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

২. রূপকল্প (Vision)

সকলের জন্য পর্যাপ্ত, নিরাপদ ও মানসম্পন্ন প্রাণিজ আমিষ সরবরাহকরণ।

৩. অভিলক্ষ্য (Mission)

প্রাণিসম্পদের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং মূল্য সংযোজনের (Value Addition) মাধ্যমে প্রাণিজ আমিষের চাহিদাপূরণ।

৪. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and Objectives)

- ❖ গবাদি পশু-পাখির উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি;
- ❖ গবাদি পশু-পাখির চিকিৎসা, রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ;
- ❖ মানবসম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;
- ❖ নিরাপদ প্রাণিজাত পণ্যের (দুধ, মাংস ও ডিম) উৎপাদন, আমদানি নিয়ন্ত্রণ ও রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়তা;
- ❖ গবাদি পশু-পাখির জেনেটিক রিসোর্স সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।

৫. প্রধান কার্যাবলী (Main Activities)

- ❖ গবাদি পশু-পাখির কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ;
- ❖ গবাদি পশু-পাখির চিকিৎসা, রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ;
- ❖ দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
- ❖ গবাদি পশু-পাখির পুষ্টি উন্নয়ন;
- ❖ গবাদি পশু-পাখির জাত উন্নয়ন;
- ❖ গবাদি পশু-পাখির খামার ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;
- ❖ গবাদি পশু-পাখির কৌলিকমান সংরক্ষণ ও উন্নয়ন;
- ❖ প্রাণিসম্পদ সংক্রান্ত আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা বাস্তবায়ন;
- ❖ প্রাণিসম্পদ বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন;
- ❖ প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত গবেষণা ও উন্নয়ন।

৬. সাংগঠনিক কাঠামো

বর্তমানে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে বিদ্যমান জনবল ১৩,০৫২ জন। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ ০৮টি বিভাগীয়, ৬৪টি জেলা, ৪৯২টি উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের পাশাপাশি ০১টি কেন্দ্রীয় রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার, ০১টি কেন্দ্রীয় ভেটেরিনারি হাসপাতাল, ০১টি কেন্দ্রীয় প্রাণিপুষ্টি গবেষণাগার এবং ০২টি প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। প্রাণিজাত খাদ্য উপকরণ ও উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান নির্নয়ের জন্য সাভারে একটি অন্তর্জাতিক মানের কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাব রয়েছে। এছাড়াও অধিদপ্তরের অধীনে ৬৪টি জেলা ভেটেরিনারি হাসপাতাল, ০৯টি আঞ্চলিক রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার, ৬৪টি জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্রের পাশাপাশি কৃত্রিম প্রজনন উপকেন্দ্র রয়েছে ৪৪৬৪টি। মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে ০১টি বিসিএস লাইভস্টক একাডেমি, ০২টি ভেটেরিনারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, ০২টি লাইভস্টক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এবং ০৫টি আইএলএসটি রয়েছে। আধুনিক পদ্ধতিতে গবাদিপশু পালন বিষয়ে খামারিদের অবহিত করার জন্য রয়েছে ৫৯টি হাঁস-মুরগির খামার, ০৭টি দুগ্ধ ও গবাদি উন্নয়ন খামার, ০৩টি মহিষের খামার, ০১টি শুকরের খামার, ০৭টি ছাগল উন্নয়ন খামার এবং ০৪টি ভেড়ার খামার।

৭. ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে অর্জিত সাফল্যসমূহ

২০২৩-'২৪ অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ উপখাতে অর্জিত উল্লেখযোগ্য সাফল্যসমূহ নিম্নে বর্ণিত হলো-

৭.১ দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন

ক) দুধ উৎপাদন

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর দুধের টেকসই উৎপাদন নিশ্চিতকল্পে গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন, দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের বাজার ব্যবস্থা জোরদারকরণ, দুগ্ধ জাতীয় পণ্যের মাননিয়ন্ত্রণ ও সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা এবং স্কুল ফিডিং-এর মাধ্যমে দুধ পানের অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য সুদূরপ্রসারী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিয়মিত কার্যক্রমের পাশাপাশি বাংলাদেশকে দুগ্ধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে গবাদিপশুর জাত উন্নয়নের এক যুগান্তকারী পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছে। দেশের ডেইরি শিল্পের উন্নয়নে বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে (৫৩৮৯.৯৩ কোটি টাকা) 'প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প' এর মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, মার্কেট লিংকেজ, ভ্যালু চেইন উন্নয়ন, পশু বিমা চালুকরণ এবং দুধের ভোক্তা সৃষ্টির কার্যক্রম বাস্তবায়ন হচ্ছে।